কল্লে। কিন্তু ভগবান তোমার কথা শোনেন নি। প্রস্তুত হও, এই নগরী ত্যাগ কর। আর কিছু না হোক্, তোমার স্ত্রী আর কন্যাদের বাঁচাও।'

এইবার লট্ কেঁদে ফেল্লে,—হাঁ, হাঁ, আমি নিশ্চয়ই তা'দের বাঁচাব। আপনারা ঠিক্ বলেছেন। আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন।'

তবু লট্ দাঁড়িয়ে রইল। দূতেরা তা'র, তার স্ত্রীর আর তা'র মেয়েদের হাত ধল্লে ভগবানের যে তা'র প্রতি দয়া হয়েছে।

যখন লট্‌কে তারা বাইরে নিয়ে এল লট্ প্রাণের আবেগে বল্লে,—'সোডম্ আমার! সোডম্ আমার! জীবনে যা' কিছু পেয়েছি সে সব তোমারই কাছে পেয়েছি। আমার রক্ত-মাংসের শরীর!—সে সোডমের মাটি দিয়ে তৈরী। আমার মুখ দিয়ে যে ভাষা নির্গত হচ্ছে, যে ভাষা সোডমের সকলেরই মুখ হ'তে নির্গত হচ্ছে, সে ত' তোমারই দান। যা' কিছু কথা আমি উচ্চারণ করেছি—এমন কি যখন আমি আমার দেশবাসীকে রূঢ় কথা বলেছি—সেই প্রত্যেক কথা এক-একটি চুম্বন।

'চক্ষু মুদ্রিত কল্লেও তোমারই ছবি আমি দেখ্‌তে পাই। কেন না, তুমি যে প্রদেশে বিরাজ কর সে যে চক্ষু অপেক্ষা গভীর। আমার মধ্যে তোমার বিদ্যমানতা ঠিক্ তেম্‌নি যেমন তোমার মধ্যে আমার।

'সোডম্, সোডম্, নগরীর মধ্যে সেরা নগরী তুমি নও কি? ডুরে কাপড় দিয়ে ঢাকা ছোট্ট একটি জানালা দেখেও আমি তা'কে সোডমের জানালা বলে' চিন্‌তে পার্‌তাম।

'আমাকে তারা নিয়ে যাচ্ছে যেমন কুকুরকে তা'র প্রভুর বাড়ী থেকে। কুকুরও জিনিষগুলোর আঘ্রাণ পায় ধূলার মধ্যে মুখ আবৃত করে'।

'ভগবানে আমার আস্থা ছিল, তাঁর বিধিতে আমার বিশ্বাস ছিল। তোমাতে আমার বিশ্বাস ছিল না। তবুও তুমি বিদ্যমান, তবুও তুমি বাস্তব। অন্য যে দেশে গেছি তা'রা সব ছায়ারথ মত শূন্য। সেখানকার কোন দেওয়ালে, কোন গাছে আমি ঠেস্ দিতে পারি না। সত্যিই তারা ছায়ার মত অবাস্তব।

'অন্য কিছুই তোমার মত নয়। যা' তোমার সাথে তুলনা কর্‌তে পারি সেই আমার কাছে বাস্তব। যখন তোমাকে দেখি, শুধু তোমাকেই দেখি। যখন অন্য কিছু দেখি, সে দেখি কেবল তুলনার চোখে।

'ভগবানে আমি বিশ্বাস কর্‌তাম,—শুধু এই জ্ঞানে যে তিনি সোডমের ভগবান। যেদিন সোডমের অস্তিত্ব লুপ্ত হবে, সঙ্গে সঙ্গে চুম্বার হয়ে যাবেন আমার ভগবানও।

'এই যে সোডমের ফটকগুলো! তা'রা আমায় কোন্ পথে নিয়ে যাচ্ছে?—কোন

শূন্যতার মাঝে? কোথায় পা ফেল্‌ব? আমার পায়ের নীচে কোন মৃত্তিকা পাচ্ছি না। দাঁড়িয়ে আছি,—তবু যেন আমি দাঁড়িয়ে নেই। আমার মেয়েরা, তোমরা আমায় ছেড়ে যাও। আমি আর অগ্রসর হতে পাচ্ছি না।'

তারপর তা'রা তাকে নগরীর বাইরে আন্‌লে। দূতেরা বল্লে,—'যদি প্রাণের মমতা থাকে, তবে পালাও। পিছনে দৃষ্টিপাত ক'র না। এই যে সমতল ভূমি দেখছ, এখানেও থেক না। পর্ব্বতে ওঠ, তা' না হ'লে ভস্মীভূত হয়ে যাবে।'

সূর্য্য তখন জল জল ক'রে আকাশে দেখা দিয়েছে যখন তা'রা এই কথা বল্লে।

তারপর!—তারপর সোডম্ আর গোমরায় অগ্নি আর গন্ধকের বৃষ্টি!

তা' দেখে লট্ আর্ত্তনাদ কর্‌তে কর্‌তে নগরীতে প্রবেশ কল্লে।

দূতেরা তা'র পিছন হতে চীৎকার কর্‌তে লাগ্‌ল, কি কচ্ছ? কি কচ্ছ?'

'আমি যাচ্ছি সোডমের লোকেদের সাহায্য কর্‌তে।'—এই বলে সে প্রবেশ কল্লে জ্বলন্ত নগরীর অভ্যন্তরে।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

—:০:—

দক্ষযজ্ঞ

বড় রব উঠিয়াছে দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ হইয়াছে বিপক্ষ সপক্ষ দুইদলই ঐ কথা বলিতেছেন। দক্ষযজ্ঞ কি? কি না, যে যজ্ঞ শিববর্জ্জিত। সুতরাং সে যজ্ঞ ভঙ্গ হওয়াই শ্রেয়। শিবের যে প্রমথগণ যজ্ঞভঙ্গ করিয়াছেন তাঁহারা স্বাধিকারে অপ্রমত্ত থাকিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

* * *

উচ্চপদের বা ক্ষমতার যেখানেই অপব্যবহার হয়, সেখানেই চাই শিবশম্ভুর অনুচরগণের প্রতিরোধ। নয়ত ভারত-

বাসীরা ব্যুরোক্রেসীর বিরুদ্ধ কেন? শুরু ব্যুরোক্রেসীর স্থলে কৃষ্ণ ব্যুরোক্রেসীর অধিষ্ঠানে ভারতবাসীর কোন মঙ্গল হইবে?

* * *

রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শাসমল মহাশয়ের কংগ্রেস-কর্ম্মীদের উপর আক্রোশের ভিতর একটা রূঢ় সরলতা ছিল, সে আক্রোশ অমার্জ্জনীয় হইলেও, ঐ নিরেট সোজা মারের একটা সাফাই গুণ আছে। কিন্তু বেঙ্গল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত মহাশয়ের একাধারে শাসমলের উক্তির বিরুদ্ধে রেজল্যুসন উপস্থিত করা অপরদিকে তাঁকে সমর্থন করা এই অসরল প্যাঁচাল যুদ্ধের আমরা একান্ত পরিপন্থী।

* * *

দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিলাম প্রতি পদে তিনি প্যাঁচ খেলিয়াছেন। যদি তাঁহার জানা ছিল, নিয়মানুসারে কন্‌ফারেন্সের ভাঙ্গা হাট আর বসান যায় না, তবে গোড়াতেই তাহা বিজ্ঞাপিত করিয়া চলিয়া গেলেন না কেন? ভোট লইয়া সময়ক্ষেপ কেন করিতে চাহিলেন যে কন্‌ফারেন্স স্থগিত রাখা অধিকাংশের মত, না জারি রাখা অধিকাংশের মত? অতি সরল শিশুও দুর্ব্বোধ্য রহিল না, তিনি কোন চাল চালিতেছেন। যদি ভোটে তাঁহার দলের জয় হইত তবে তাঁহার বিধান একরূপ হইত, বিপক্ষ দল জয়ী হওয়ায় আর একরূপ হইল। প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতির সভাপতি হইয়া ত নিজেকে দলবেদলের উপরে রাখিয়া যে নিরপেক্ষতা অবলম্বন তাঁহার নিকট প্রত্যাশিত ছিল ও তাঁহার পক্ষে সুশোভন হইত তিনি নিজেকে উহার একেবারেই অযোগ্য প্রমাণ করিয়াছেন।

* * *

শুধু তাই নহে। তিনি নিজের অসহায়তা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সহায়ে দূর করিবার বারবার প্রয়াস পাইয়াছেন। উহাতে শুধু শ্রীমতী সরোজিনী দেবীকে হতমান করা হইয়াছে, নিজের কোনই সুবিধা করিতে পারেন নাই। শাসমলের দুর্দ্ধর্ষতার ভিতর পৌরুষ প্রকট হইয়াছিল, সেনগুপ্তর দুর্ব্বলতার ভিতর কাপুরুষতা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছিল।

* * *

কন্‌ফারেন্স ভাঙ্গিল কারা? কোনও একদল নহে—বহুদলে মিলিত হইয়া। বঙ্গের জাগ্রত সমবেত শুভবুদ্ধি প্রতাপবান্ অশুভের বিরুদ্ধে যুঝিয়া জয়ী হইয়াছে।

* * *

এই গৃহবিবাদে দেশের ক্ষতি হইবে? গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে যুদ্ধে আমরা হতবল হইব? সে কথা আমি বিশ্বাস করি না। ঘরের শত্রু দমন করিতে শিখিলে বাহিরের শত্রু দমনের শক্তিও বর্দ্ধিত হইবে। The battles of England are fought in the fields of Eton' —এ কথা যদি ইংলণ্ডের পক্ষে সত্য হয় ভারতের পক্ষেও সত্য হইবে। দেবোঃ দুর্ব্বল ঘাতকঃ।

অশ্বং নৈব গজং নৈব ব্যাঘ্রং নৈব নৈবচ
অজাপুত্রং বলিংদদ্যাৎ দেবো দুর্ব্বল ঘাতকঃ

অশ্ব নহে, গজ নহে, ব্যাঘ্র নয় নয়,
দেবতা দুর্ব্বলে মারে, অজা বলি হয়।

কনফারেন্সে মুসলমান প্রতিনিধি।

শুটচার পাঁচ বঙ্গীয় মুস্লিম ভাই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটিতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালী হইয়া আসেন নাই, মুসলমান হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা দন্তকড়মড় কিড়িমিড়ি, কেহ বা মিহি গুম্ফপ্রান্তকে মিহিনতর করিয়া পাকাইয়া, কেহ ঘোররাবে ও অট্টহাস্যে, কেহ বা কথায় কথায় বড়বাজার কংগ্রেস কমিটির সদস্যগণকে শাসাইয়া ও অপমানিত করিয়া মুস্‌লিম-জগতের প্রতিনিধিত্ব সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কর্ত্তা ব্যক্তিদের কাহাকেও তাহাদের নিবারিত করিতে দেখি নাই। এই চার পাঁচটি মুসলমানের অপ্রীতি অর্জ্জনের ভয়ে সদলবল সেনগুপ্ত মহাশয় আড়ষ্ট ছিলেন।

* * *

হায় মুসলমান ভাইরা! বাঙ্গালী তোমরা! তোমাদের বালাই লইয়া মরি! কি মধুর কি অনর্গল। বঙ্গ-ভাষায় তোমরা কথা কহ, ঝগড়া কর, বক্তৃতা কর। বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার তাপ, বাঙ্গলার বায়ু ও বাঙ্গলার ঈথরের কম্পনপ্রবাহে তোমাদের ভৌতিক শরীর গঠিত, তোমাদের মনের শরীরও তারই প্রতিচ্ছায়া। তবু সেই মনের ভিতর আর একটা কোন্ দুষ্ট মনকে প্রভুত্ব করিতে দিতেছ—যে তোমাদের যথার্থ স্বার্থ ভুলাইয়া স্বার্থ-নাশের দিকে টানিতেছে, ঘর ভুলাইয়া পরের ফাঁদে ফেলিতেছে।

পরবাসী তুমি ঘরে ফিরো, ফিরো ফিরো।

কাজী নজরুল

একমাত্র কাজী নজরুলকে দেখিয়া ছিলাম এই মুসলীম ঘূর্ণাবর্ত্তে যিনি মুসলমান হইলেও যে বাঙ্গালী, সে আনন্দ-সম্বিতে একমুহূর্ত্তের জন্য বিচ্যুত হন নাই। বাঙ্গলা মায়ের সন্তান যে তিনি, বাঙ্গালী হিন্দু আর তিনি যে এক রক্তের ভাই, মাতৃস্তনের দুগ্ধধারার সহিত একই মাতৃভাষার পীযুষে বর্দ্ধিত একই ঘরের ছেলে যে তিনি, সে বিষয়ে ক্ষণকালের আত্মবিস্মৃতির দ্বারাও অভিভূত হন নাই। তাঁর উদ্বোধনা সঙ্গীত ও বিষয়-নির্ব্বাচনী যুদ্ধক্ষেত্রের বক্তৃতা উভয়ই একই সুরে বাঁধা ছিল। নজরুল রচিত ও গীত কন্‌ফারেন্সের আবাহন সঙ্গীতটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

কাণ্ডারী হুঁসিয়ার !

(১)

কোরাস্ :—

দুর্গমগিরি, কান্তার, মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা
হুঁসিয়ার !
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, তুলিতেছে
মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল,
আছে কার হিম্মৎ ?
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান
হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি,
নিতে হবে তরী পার ॥

(২)

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান !
যুগযুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত
অভিমান,
ইহাদেরে পথে নিতে হবে সাথে
দিতে হবে অধিকার ॥

(৩)

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না
সন্তরণ,
কাণ্ডারী ! আজি দেখিব তোমার
মাতৃমুক্তিপণ !
"হিন্দু না ওরা মুসলিম্ ?" ওই জিজ্ঞাসে
কোন্ জন ?
কাণ্ডারী ! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান
মোর মা'র !

(৪)

গিরি-শঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরুগরজায় বাজ,
পশ্চাত-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে
আজ !
কাণ্ডারী ! তুমি ভুলিবে কি পথ ?
ত্যজিবে কি পথ মাঝ ?
করে হানাহানি, তবু চল টানি নিয়াছ যে
মহাভার।

(৫)

কাণ্ডারী ! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর
প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হ'ল যথা ক্লাইবের
খঞ্জর।
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর।
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রঙ্গিয়া
পুনর্ব্বার।

(৬)

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের
জয়গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে
কোন্ বলিদান !
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের
করিবে ত্রাণ !
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল,
কাণ্ডারী হুঁসিয়ার !

প্যাক্ট এখনও গর্ভাবাসে, না ভূমিষ্ঠ হইয়াছে ?

আগামী ১৩ই জুন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে উদ্বোধনের জন্য সেন গুপ্ত মহাশয় হিন্দু মুসলমান প্যাক্ট সম্বন্ধে যে নোটিশ দিয়াছেন শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশ চন্দ্র রায় সেই প্রস্তাবের যে সংশোধন নোটিস দিয়াছেন তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে।

In a notable pronouncement, the late Deshabandhu Das expressed in unequivocal language that the Bengal Pact would not be binding upon the people of this province, till we could nationalise the government of this country, or in other words, attain full and absolute Swaraj.

অর্থাৎ—

এক বিখ্যাত ঘোষণায় স্বর্গীয় দেশবন্ধু দাশ মহাশয় স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, "বঙ্গবাসীরা ততদিন পর্য্যন্ত এই চুক্তিবদ্ধ হইবে না যত দিন না এ দেশের শাসন বিভাগ জাতীয় করিতে পারিব অর্থাৎ আমাদের পূর্ণ স্বরাজ লাভ হইবে।"

পূর্ণ ছাড়িয়া অপূর্ণ স্বরাজ লাভও এ পর্য্যন্ত হয় নাই সুতরাং ঐ চুক্তির এখন পর্য্যন্ত জন্মই হয় নাই। তবে চুক্তি ভাঙ্গা বা রাখা সম্বন্ধে এত মাথা ভাঙ্গাভাঙ্গি ত নিতান্তই বাজে খরচ।